মেহেরপুরে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা! একদিনে ৪৭জন আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৪৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ২৯ জন, গাংনীতে ১১ জন এবং মুজিবনগরে ৭ জন।

বুধবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ৯১টি। তারমধ্যে ৪৭জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৩৫৫ জন। তার মধ্যে সদরে ১৪২ জন, গাংনীতে ১৩৫ জন এবং মুজিবনগরে ৭৮ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৩৭ জন। সদর-১৩, গাংনী-১৫ এবং মুজিবনগর-৯ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

বিধিনিষেধের মধ্যেও শনাক্ত ও মৃত্যু বাড়ছে

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৮৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এ নিয়ে করোনায় দেশে মোট ১৩ হাজার ৭৮৭ জনের মৃত্যু হলো।

বুধবার (২১ জুন) স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দেশে নতুন করে আরও ৫ হাজার ৭২৭ জনের

শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে। হিসেব অনুযায়ী এ পর্যন্ত দেশে মোট করোনা শনাক্ত হয়েছে ৮ লাখ ৬৬ হাজার ৮৭৭ জন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ১৬৮ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ হলো ৭ লাখ ৯১ হাজার ৫৫৩ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা শনাক্তের হার ২০.২৭ শতাংশ। নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৮ হাজার ২৫৬টি।

কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমন বাড়ছেই! একদিনে ৫ মৃত্যু শনাক্ত ১২২

কুষ্টিয়ায় লকডাউনের মধ্যেও লাগামহীন করোনা সংক্রমন। জেলায় এতদিনে আরো ৫ জন করোনা রোগি মারা গেছেন। এ নিয়ে জেলায় গত ৪দিনে ২৫ জন মানুষ করোনায় মারা গেলেন। গত সোমবার রাত ৮টা থেকে গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১০টার পর্যন্ত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা মারা যান।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় জেলায় নতুন করে আরো ১১৯ জন রোগি সনাক্ত হয়েছে। গত সোমবার রাতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রেস রিলিজ অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় জেলায় ৩২৩টি নমুনা পরীক্ষা করে ১২২ জন রোগি সনাক্ত হয়েছে। পরীক্ষার বিপরিতে সনাক্তের হার প্রায় ৩৭ শতাংশ। নতুন রোগীর মধ্যে সদর উপজেলায় সর্বোচ্চ ৩৯ জন, কুমারখালী উপজেলায় ২৫ জন, মিরপুর উপজেলায় ২০ জন, দৌলতপুরে ১৪ জন, খোকসা উপজেলায় ১২ জন ও ভেড়ামারা উপজেলায় ৯ জন রোগী সনাক্ত হয়েছে।

এনিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৬৪২২ জন। এদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪৯৮৫ জন মানুষ। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন জন ১৬৬ জন মানুষ। নতুন শনাক্ত হওয়ার রোগীর মধ্যে সদর উপজেলায় সর্বোচ্চ ৮৩ জন, কুমারখালী উপজেলায় ৮ জন, মিরপুর

উপজেলায় ১৪ জন, দৌলতপুরে ৫ জন, খোকসা উপজেলায় ১০ জন ও ভেড়ামারা উপজেলায় ৮ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে। এনিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৬৪২২ জন। এদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫০৬১ জন মানুষ। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন জন ১৬২ জন মানুষ।

এদিকে, গত ১০ দিনে জেলায় ১০৪১ জন করোনা রোগি সনাক্ত হয়েছে। ২৫০ শয্যার কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে রোগি সামলাতে হিমসিম খাচ্ছেন ডাক্তার ও নার্সরা। এ হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে শয্যা সংখ্যা ১০০ হলেও বর্তমানে ভর্তি আছে ১৪৭ জন রোগি। এদিকে, রোগির চাপ সামলাতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালকে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল হিসেবে করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. তাপস কুমার সরকার জানান, জেলায় রোগির করোনা রোগির সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে মারাত্মক চিকিৎসা সংকট তৈরী হতে পারে। এ কারণে কুষ্টিয়া জেনারেল কেবলমাত্র করোনা রোগি ভর্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ হাসপাতালতে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণা হওয়ায় কেবল করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে। অন্য রোগীদের জন্য ডায়াবেটিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হবে।

শুধুমাত্র জরুরি রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া হবে এখানে। এদিকে, উদ্ভুত পরিস্থিতিতে দুই দফার কঠোর বিধিনিষেধ আরোপের পর গতকাল সোমবার থেকে জেলায় সর্বাত্মক লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বন্ধ রয়েছে সব ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। নিত্য প্রয়োজনীয় দব্যের দোকান চালু থাকছে সকাল ৭টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খাইরুল আলম জানান, লকডাউনে লোক সমাগম ঠেকাতে পুলিশ শহরে প্রবেশের ৮টি পথে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। জেলা শহর ছাড়াও উপজেলা পর্যায়েও লকডাউন কার্যকরে তৎপরতা চালাচ্ছে প্রশাসন।

কুষ্টিয়ায় দেড় মাসের শিশুর করোনা শনাক্ত

কুষ্টিয়ায় দেড় মাস বয়সী শিশুর দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। বর্তমানে শিশুটিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালের ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন আছে। শিশুটির নাম প্রিন্স। কুষ্টিয়া বড় স্টেশন এলাকার আকাশে আলির ছেলে।

হাসপাতাল সুত্রে জানা যায়, গত সোমবার ঠান্ডা জ্বর নিয়ে আকাশ আলী শিশুটিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরপর বিকেলে শিশুটিকে হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করে। পরে নমুনা সংগ্রহ করে টেস্ট করালে মঙ্গলবার দুপুরের দিকে পজেটিভ রিপোর্ট আসে। ব

র্তমানে শিশুটিকে শিশু ওয়ার্ড থেকে করোনা ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে। শিশুটির পিতা আকাশ আলী জানান, কয়েকদিন যাবত ঠান্ডা জ্বরে ভুগছিল। গতকাল তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করি। নমুনা সংগ্রহের পর তার দেহে করোনা পজিটিভ সনাক্ত হয়েছে।

এবিষয়ে করোনা ওয়ার্ডে দায়িত্বে থাকা ডাঃ ইফেতখার হাসান জানান, কুষ্টিয়ায় এই প্রথম দেড় মাসের শিশুর দেহে করোনা সনাক্ত হয়েছে। বর্তমানে শিশুটিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে।

ঝিনাইদহে কঠোর লকডাউন শুরু, নতুন আক্রান্ত ৩০, মৃত্যু-১

ঝিনাইদহে নতুন করে আরও ৩০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। ২৪ ঘন্টায় ৬৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩০ জনের ফলাফল পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তের হার ৪৭ দশমিক ৬১ ভাগ।

সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, সকালে ঝিনাইদহ ল্যাব থেকে

আসা নমুনার ফলাফলে এ তথ্য জানা গেছে। এনিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত রোগির সংখ্যা দাড়ালো ৩ হাজার ৪’শ ২১ জনে। এছাড়াও ২৪ ঘন্টায় কনোরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ১ জন।

মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৭১ জন। এদিকে করোনার সংক্রমন প্রতিরোধে আজ সন্ধ্যা ৬ টা থেকে আগামী ৩০ জুন মধ্যরাত পর্যন্ত জেলাব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন।

গত সোমবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে করোনা প্রতিরোধে এক জরুরী সভায় এ সিন্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ টা থেকে আগামী ৩০ জুন মধ্যরাত পর্যন্ত লকডাউন চলবে।

এসময় বন্ধ থাকবে দোকানপাট, মার্কেট, শপিংমল, হোটেল-রেস্তোরা ও বন্ধ থাকবে গণপরিবহণ। তবে খোলা থাকবে ঔষধের দোকান। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না। বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। লকডাউন কার্যকরে শহরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পক্ষ থেকে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে।

জীবননগরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা লকডাউন না মানলে কঠোর ব্যবস্থা

জীবননগরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে জরুরি আলোচনা সভায় সিদ্ধান্ত,জীবননগর শহরে আমবাজার বন্ধকরাসহ,আজ থেকে জীবননগরে ১৪ দিনের লকডাউন ঘোষনা করা হয়েছে । লকডাউন না মানলে জেল জরিমানাসহ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ জরুরি আলোচনা সভা

অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে এ সময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।এ সময় প্রধান অতিথি বলেন,অর্থের চেয়ে মানুষের জীবনের মুল্যে অনেক বেশি।বেচে থাকলে সবাই অর্থ সম্পদ করতে পারবে ।তাই আমাদের সকলের উচিৎ নিজ নিজ দায়িত্বে সচেতন হওয়া এবং অন্যকে সচেতন করা।করোনা ভাইরাস একটি মারাত্বক ভাইরাস এর কাছে কোন মানবতা নাই ।যেখানে লোকসমাগোম বেশি সেখানে এ ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে।

জীবননগর শহরের মধ্যে কোন লোকসমাগোম করতে দেওয়া যাবে না ।এ জন্য আম বাজারটি এখান থেকে তুলে অন্য কোথাও নিতে হবে।মানুষের নিরাপত্তার খেত্রে যা করার দরকার সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত শুধু মাত্র কাচা বাজার ও মুদি দোকান খোলা থাকবে আর সব বন্ধ থাকবে ।চিকিৎসার জন্য সমস্থ চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো ও ফার্মেসী খোলা থাকবে ।প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাজারে বেল হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এবং আগামি বুধবার সকাল ৬টা থেকে ১৪ দিনের জন্য কঠোর লকডাউন দেওয়া হল।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান,উপজেলা আওয়ামলীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা,সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম,জীবননগর পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম,জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌েরর পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ সেলিমা আকতার,জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)সাইফুল ইসলাম ।মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন,হাসাদহ ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম,রায়পুর ইউপি চেয়ারম্যান আঃ রশিদ শাহ।জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু,জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু প্রমুখ।

ঝিনাইদহে পুলিশ সদস্যসহ দুইজন

করোনা রোগীর মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধিন অবস্থায় পুলিশসহ দুই করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে আরো দুই জন। মৃত পুলিশ কনষ্টেবলের বাড়ি মাগুরা জেলায়। ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন অফিস সূত্রে জানা গেছে,

সোমবার সকালে ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া ল্যাব থেকে ২’শ ৫ জনের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল এসেছে। এদের মধ্যে ৯৫ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়ালো ৩ হাজার ৪’শ ৯১ জনে। ২৪ ঘন্টায় করোনায় ২ জন ও উপসর্গ নিয়ে আরো দুইজনসহ ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত হয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাড়ালো ৬৯ জনে। তবে জেলায় করোনার সংক্রমনের হার দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি।

হাট-বাজার, দোকান-পাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মাস্ক, ছাড়াও কেনা- বেচা করছে ক্রেতারা। শহরের চলাচলে বিধি নিষেধ থাকলেও নিদের্শনা থেকে যাচ্ছে উপেক্ষিত। গাদা-গাদি করে হাট-বাজারে চলাচল করতে দেখা গেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সোমবার সন্ধার পর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জরুরি সভায় আয়োজন করা হয়।

এ সভা থেকে কঠোর লকডাইনের মত সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে অনেকে ধারণা করছেন। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাঃ হারুন অর রশিদ জানান, ৫০ বেড়ের করোনা ওয়ার্ডে ধারণ ক্ষমতার বেশি রোগী অবস্থান করছে। স্থান সংকুলান না ৫০ বেডের একটি নতুন করোনা ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। সদর হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার জন্য ভিড় বেড়ে গেছে।

কুষ্টিয়ায় বাড়ছেই করোনা: এমপি

হানিফের উদ্যোগে হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান

কুষ্টিয়ায় করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া সদর-৩ আসনের সাংসদ মাহবুবউল আলম হানিফের উদ্যোগে ১০০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ করা হয়েছে। জানা যায়, গত ৬ ও ৭ মে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় প্রায় ১ কোটি টাকা বাজেটে কুষ্টিয়া মোহিনি মিল মাঠ ও শেখ রাসেল স্টেডিয়ামে ১১ হাজার অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাহবুবউল আলম হানিফ।

তবে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে ১ কোটি টাকার পুরোটা খরচ হয়নি। এখান থেকে উদ্বৃত্ত টাকা দিয়েই মূলত ১০০টি অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। পাশাপাশি করোনা প্রতিরোধে অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যবস্থা করবেন বলেও কুষ্টিয়া স্বাস্থ্য অধিদফতরকে আশ্বস্ত করেছেন হানিফ। কুষ্টিয়ায় করোনা পরিস্থিতি খুবই নাজুক। পরিস্থিতি বিবেচনায় কঠোর লকডাউন দিতে হয়েছে পুরো জেলায়, তারপরও করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে।

জেলায় প্রতিদিন করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান এই করোনা রোগীদের অক্সিজেন সরবরাহ করতে কুষ্টিয়ার স্বাস্থ্য অধিদফতরকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। করোনার শুরু থেকে কুষ্টিয়া জেলায় শনাক্তের হার কখনো ২০ শতাংশের ওপরে যায়নি। কিন্তু এখন শনাক্তের হার ৪০ শতাংশের ওপরে উঠে গেছে। এতে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ভিড় লেগেই আছে। বেডের তুলনায় সেখানে প্রায় দ্বিগুণ রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন।

বেড না থাকায় রোগীদের বারান্দায় রাখতে হচ্ছে। রোগীর ভিড় বেড়ে যাওয়ায় ওয়ার্ডের বারান্দা, স্বাস্থ্যকর্মীদের বসার জায়গাটুকুও রোগীর শয্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ অবস্থায় জেনারেল হাসপাতালের ১০ নং সার্জিক্যাল ওয়ার্ড ও মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হাসপাতালের একটি অংশকে করোনা ওয়ার্ড হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে গতকাল কুষ্টিয়ায় ৩২৩ টি নমুনার মধ্যে ১১৯ টি পজিটিভ এসেছে। এছাড়াও করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। কুষ্টিয়ার

সিভিল সার্জন ডা: এ এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়ে তিনি বলেন ৩২৩ টি নমুনার মধ্যে ১১৯ টি পজিটিভ। যার মধ্যে পিসিআর ল্যাবে ১৮৪ টি এবং এন্টিজেন টেস্ট ১৩৯ টি নমুনার মধ্যে যথাক্রমে ৫৫ টি এবং ৬৪ টি পজিটিভ এসেছে।

উপজেলা ভিত্তিক রিপোর্টে সদরে ৩৯ জন,কুমারখালি ২৫ জন,দৌলতপুরে ১৪ জন, ভেড়ামারায় ৯ জন,মিরপুর উপজেলায় ২০ জন, খোকসায় ১২ জন পজিটিভ এসেছে। এদিকে কুষ্টিয়ায় সপ্তাহব্যাপী লকডাউনের প্রথম দিনে জেলার ৬টি উপজেলায় ভ্রাম্যমান আদালতে ১০টি অভিযানে ৬০ জনকে ৬৫ হাজার ৮শ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার কুষ্টিয়ায় সপ্তাহব্যাপী লকডাউনে করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) বিস্তার রোধকল্পে সমগ্র কুষ্টিয়া জেলায় কঠোর বিধি-নিষেধ (লকডাউন) আরোপ সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনে স্ব-স্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট এ জরিমানা আরোপ ও আদায় করেন।

মেহেরপুরে একদিনেই আক্রান্ত ৪৬ জন

মেহেরপুর জেলায় বাড়ছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস রোগী সংখ্যা। একদিনেই আক্রান্ত হয়েছেন ৪৬ জন। গতকাল সোমবার মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, ল্যাবে নমুনা পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে ১০৩ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট আসে যার মধ্যে ৪৬ জনের রিপোর্ট পজেটিভ।

আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলার ২৩ জন, গাংনী উপজেলার ১২ জন ও মুজিবনগর-৯ জন এবং অপর ২ জন চুয়াডাঙ্গার বাসিন্দা। নতুন ৪৬ জন মিলে জেলায় বর্তমান করোনা আক্রান্তের মোট সংখ্যা ৩১৭ জন।

এর মধ্যে সদর উপজেলার ১১৬ জন, গাংনী উপজেলার ১১৪ জন ও মুজিবনগর উপজেলার ৮৭ জন।

সিভিল সার্জন আরও জানান- মেহেরপুরে লকডাউন ও স্বাস্থ্যবিধি না মানার কারণেই দিনে দিনে বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এখন শহর ও গ্রামে সমানতালে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

দামুড়হুদায় ২০জন করোনাই আক্রান্ত, কমেছে মৃত্যুর হার

দামুড়হুদা উপজেলা জুড়ে লকডাউনের সপ্তম দিন। আবারো করোনায় আক্রান্তর হার বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে ভাবিয়ে তুলেছে। সোমবার দামুড়হুদা উপজেলায় ২০ জন করোনাই আক্রান্ত হয়েছে।

সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাবিয়ে তুলেছে এলাকার মানুষকে। তবে গত দুই দিনে করোনাই আক্রান্ত কোন ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনা না ঘটায় মানুষ একটু স্বস্তির নিঃস্বাস ফেলছে।

করোনাই আক্রান্ত ইউনিয়ন গ্রাম ভিত্তিক ফলাফল কুড়ালগাছি ইউনিয়ন ৬জন, কার্পাসডাঙ্গা এলাকায় ৫জন, জুড়ানপুর ইউনিয়নে ৪জন, হাউলি ইউনিয়নে ১জন, দামুড়হুদা ইউনিয়ন ২জন, নাটুদা ইউনিয়ন ২জন। দামুড়হুদা উপজেলা মোট ২০ জন, ৯জন মহিলা ও ১১ জন পুরুষ।